নারী ও ধরণী

▣ প্রদীপ্তা চক্রবর্তী

আমি সৃষ্টি, আমি একজন স্কুলের শিক্ষিকা। আমি আজ প্রথমবার রেলে আমার বাপের বাড়ি যাচ্ছি সাথে আমার বর ও আমার ৫ বৎসরের মেয়ে। আমরা শহরে থাকি, আমার বাপের বাড়ি গ্রামে। কিন্তু সেটাকে আর এখন গ্রাম বলা চলে না। এখন সেখানে রেল যাওয়া আসা করে কিন্তু এখনো কোনো বড় স্টেশন হয়নি। ঐ গ্রামের রাস্তা দিয়েই রেল চলেছে শহরের পথে। আমি জানালার ধারের সিটে বসে আছি, আমার মেয়েকে কোলে নিয়ে আমার বর বসে আছে জানালার অপর পাশে আমার (Opposite) এ। ছোটবেলায় রেল নাম শোনতাম কিন্তু আজ নিজে রেল চড়ছি। জানালার পাশে বসে আমি খুব সুন্দর করে খোলা প্রকৃতিটাকে অনুভব করতে পারছি। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় যে গাছগুলো রয়েছে মনে হচ্ছে ওরা যেন গগনকে স্পর্শ করতে চলেছে। মেঘগুলো ভেসে যাচ্ছে, একদিকে সাদা মেঘ, অন্যদিকে সবুজ বনানী তার উপর ভেসে যাচ্ছে সাদা বকের দল, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম এই প্রকৃতির মহিমায়। হঠাৎ চোখে পড়ল পাকা ধানের ক্ষেত। দেখতে পেলাম কৃষকরা মাথায় ছাতা পরে হাতে কাঁচি নিয়ে পরনে গামছা আর উন্মুক্ত বদনে ছুটে আসছে দলে দলে ধান কাটবার জন্যে। একদিকে ধানের ক্ষেত অন্যদিকে দেখতে পেলাম একটি বাড়িতে নানা রঙ বেরঙের সিল্কের কাপড়, বা স্ক্রিন বলা চলে ফুল পাতা দিয়ে সাজানো হচ্ছে আবার যেন সানাইয়ের আওয়াজও আসছিল। হঠাৎ এইসব দেখে আমি নিস্তব্ধ হয়ে গেলাম মনে হতে থাকল আমার শৈশব, আমার কৈশোর। হঠাৎ যেন চোখ হতে অশ্রু বেরিয়ে এল। মনে একটা ছটফট একটা বেদনা মনকে আঁকড়ে ধরল। আজ থেকে ২৫ বছর আগের ঘটনা। যখন আমার জন্ম হয়েছিল এক ব্রাহ্মণ পরিবারে, আমাদের যৌথ পরিবার ছিল। আমি পরিবারের ছোট মেয়েছিলাম মার মুখে শুনেছি ছোটবেলা আমি খুব চঞ্চল ছিলাম. কোনোভাবেই

আমাকে ঘরে আটকে রাখতে পারতেন না। যখন আমি কোলে ছিলাম তখন তো ভালো ছিলাম। বিছানায় রাখলে শুধু হাত পা নাড়াতাম। কিন্তু যখন হাঁটা শিখে নেই তখন গুটি গুটি পায়ে সারা বাড়ি হেঁটে বেড়াতাম। সকলের আদরের ছিলাম আমি। আমার জন্ম থেকে ১ বছর ও ২ বছর কেমন কেটেছে আমার এতটা মনে নেই কিন্তু আমার ঐ দিনটার কথা মনে আছে যখন আমি ৩ বছরের ছিলাম। আমি পুকুরের জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাগ্যিস আমার দাদু ছিলেন তা না হলে আমি হয়তো বেঁচেই থাকতাম না। তখন থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে আমার সব মনে আছে। ওই পুকুরের ওপারে যে একটি ক্ষেত রয়েছে যেখানে কাঁশফুল রয়েছে, নানা রকমের ছোট বড় ঘাস রয়েছে, মধুফুলের গাছ রয়েছে আর রয়েছে লজ্জাবতী গাছ। কিছু কিছু ঝোপ বড়ো বড়ো কয়েকটা কলা গাছ, আম ও গামাই গাছও ছিল। ওই ক্ষেতে যাওয়ার জন্য আমি খুব ব্যাকুল হয়ে পড়তাম। আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ছিল সেটা। আমি সবসময় সকালবেলা উঠে ওই ক্ষেতে যেতাম সবুজ ঘাসের উপর শিশির বিন্দু পড়ে থাকত আমি কখনো হাত দিয়ে বা কখনো পা দিয়ে ওই বিন্দুগুলোকে নাড়াতাম। লজ্জাবতী গাছে আমার আঙ্গুল স্পর্শ করলেই লজ্জায় গাছ একদম মুজে আসত। আমি লজ্জাবতী গাছের গোলাপী বা কখনো সাদা রং-এর ফুল তুলে নিতাম এবং আমার চুলের ঝুটিতে লাগিয়ে নিতাম। খুব ভালোবাসতাম ঐ ফুলগুলোকে। মা আমাকে অনেক বকা দিত সেখানে না যাওয়ার জন্য অনেক ভয়ও দেখাত যে সাপ এসে আমাকে খেয়ে নেবে বা আকাশে যে উড়ছে বাজপাখি সেই বাজপাখিটা এসে আমাকে একা পেলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। মার কথা কেই বা শুনতো। আমার মন যা বলত আমি তাই করতাম। স্কুলে গিয়েও আমার মন পড়ে থাকত সেই ক্ষেতে। যেমন মনে হতো সেই ঘাস মাটি, গাছগুলোর সাথে আমার একটা মনের টান হয়ে গেছে। যাই হোক স্কুলে ক্লাস করতে হত। পড়াশুনায় খুব মেধাবী ছিলাম। সব সময় ফার্স্ট হতাম। তার জন্য প্রতিদিন ১০টা থেকে ৪টা ক্লাস করতে হত। স্কুল ছুটি হবার পর আমি বাড়ি এসে ছুটে চলে যেতাম সেই মাঠে। সেখানে গিয়ে নরম ঘাসের উপর আমি শুয়ে থাকতাম। কলাগাছের পাতাকে টেনে নিচে নামিয়ে আমি ওদের সাথে অনেক খেলা করতাম। কারণ আমার কোনো খেলার সাথি ছিল না। আমার সব দাদাদিদিরা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওরা ওদের শৈশব ও কৈশোর কাটিয়ে ফেলেছিল। আমার তখন শৈশব ও কৈশোরের মধ্যযুগ চলছিল। আস্তে আস্তে আমার শৈশব শেষ হয়ে গেল এখন কৈশোরও শেষ হওয়ার পথে আমি ক্লাস ১২-এ পড়ি। আমি এখনও সেই মাঠে ঘুম থেকে উঠে যাই এবং স্কুল থেকে এসেই ছুটে যাই সেই মাঠে। কি বলব এই মাঠ-ই তো আমার প্রিয় বন্ধু। আমি কখনো কখনো ভাবি আমার যেন এই মাঠকে নিয়ে এত ভালোবাসা, এত টান হয়ত বা এই মাঠেরও আমাকে নিয়ে ঠিক একই রকম ভালোবাসা ও টান রয়েছে। একদিন আমি দরজার ফাঁকে আঙ্গুল চাপ লাগায়

অনেক ব্যথা পেয়েছি কিন্তু আমি কাঁদতে পারিনি কারণ আমি এখন বড়ো হয়ে গেছি বলে। সেদিন আমি ভাবলাম যে আমি শৈশবে সেই মাঠ থেকে অনেক সময় গাছ উঠিয়ে নিতাম বা কোনো কিছু নিয়ে মাটিতে দাগ কাটতাম তখন মাটিও আমার মতোই কষ্ট পেয়েছিল কিন্তু কাঁদতে পারেনি আমার মতো।

আর কিছুদিন পর আমার উচ্চমাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা একটু ব্যস্ত হয়ে গেছি। সেই মাঠকে আমি প্রতিদিন দেখি কিন্তু ওদের সাথে আর সময় কাটাতে পারি না। দূর থেকে দেখে আসি আর মনে মনে বলি আমার পরীক্ষা শেষ হলেই আমি যাব। মাঠের দিকে তাকালে মনে হয় মাঠও আমার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে কখন আমি যাব ভেবে।

আজ আমি শেষ পরীক্ষা সমাপ্ত করে বাড়ি ফিরছি হঠাৎ দেখি ২টা বড়ো গাড়ি আমার বাড়ির পাশে। দূর থেকে দেখতে পেয়েছি অচেনা মুখ। মনে মনে ভাবছি ওরা কারা আমাদের বাড়িতে এল তা ভেবে ভেবে আমি ঘরের সামনে এলাম অমনি আমার বড় দিদি আমাকে দেখে বলল ওই তো সৃজি এসে গেছে বলে আমাকে টেনে নিয়ে গেল আমার রুম-এ। নিয়ে গিয়ে কিছু না বলে আমাকে সাজাতে শুরু করল। আমি তো হতভম্ব ! আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি হচ্ছে আমার সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম দিদি কি হচ্ছে এটা আমাকে সাজাচ্ছ কেন ? দিদি বলল তোকে দেখতে পাত্র পক্ষ এসেছে। আমি তো শুনে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি কোথায় আছি। আমি শেষ পরীক্ষা দিয়ে কত স্বপ্ন নিয়ে আসছিলাম যে আমি রেজাল্ট এর পর উচ্চশিক্ষার জন্য বাইরে পড়তে যাব, আমি একজন প্রফেসর হব। চোখে অনেক স্বপ্ন ছিল। কিন্তু এক ঝলকে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। আমার দিদিরও অনেক আগে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। দিদি পড়াশোনায় তেমন ভালো ছিল না। কিন্তু আমি তো ভালো ছিলাম। আমারও কি একই ভুল আমি মেয়ে ? এইসব কথা ভাবছি আর সেই মাঠের দিকে হঠাৎ চোখ গেল দেখি বাবা সেই মাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আর সাথে আরো অনেকজনও ছিল। দিদিকে বললাম বাবা সেখানে কি করছে। দিদি বলল তোর বিয়ের জন্য টাকা দরকার তাই বাবা ঐ মাঠটা বিক্রি করে দিচ্ছে এক কৃষকের কাছে। একথা শুনে মনে হচ্ছিল যে ঝড় শুধু আমার জীবনে আসেনি, মাঠের জীবনেও এসেছে। চোখ ফেটে এল জল। কেমন যেন একটা নিস্তব্ধতায় ভেসে থাকলাম আমি। পাত্রপক্ষ আমাকে প্রথম দেখাতেই পছন্দ হয়ে গেল। বিয়েও ঠিক করে গেল ওরা। আগামী মাসে আমার বিয়ে। আমি আর আগের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াই না। ছুটে বেড়াব বা কি নিয়ে ! স্বপ্ন ভাঙ্গা মন নিয়ে ? আমি আর মাঠের ভেতর যেতে পারি না কারণ সেখানে বাঁশ দিয়ে বেড়া দেওয়া হয়েছে ঠিক তেমনি আমার পায়েও শৃঙ্খল পরানো হয়ে গেছে আশীর্বাদ করে। আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে মাঠকে দেখি আর ভাবি যে আমার একা কষ্ট নয়, মাঠও

আমার মতোই একই কষ্টের সাথী। এখন আর সেই মাঠে কেউ খেলতে যাবে না কারণ এবছর থেকে ধান চাষ করা হবে। মাঠ ও ভেবেছিল যে এখানে গাছগুলো বড়ো হয়ে একটা ছোট অরণ্যরূপ নেবে কিন্তু তা আর হল না। কাল আমার অধিবাস আমি কাল থেকে নতুন জীবনে পা বাড়াতে শুরু করব। তবুও মাঠ-এর পাশে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম। আমি অনুভব করতে পারলাম একটা মুখবন্ধ বুক ফাটানো কান্না। আমি বেশিক্ষণ সেখানে থাকিনি। কারণ আজ অধিবাসের পর বিয়ে পর্যন্ত আমার বাড়ির সীমানা থেকে বের হওয়া নিষেধ। অধিবাস হয়ে গেল। আমাকে গয়না পরানো শুরু হয়ে গেল। এক এক করে গয়না আমার শরীরে জড়ানো হচ্ছে, মনে হচ্ছে আমি একটা কর্তব্যে বাঁধিত হচ্ছি। পায়ে তো শৃঙ্খল আগেই পরানো হয়েছিল আজ আবার তার উপর নুপুর পরানো হচ্ছে। হাতে শাঁখা তারপর লাল রঙের পলা পরানো হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম আগে শাঁখা পরে পলা কেন ? ওরা বলল শাঁখাকে সবকিছুর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য পলাকে আগে দেওয়া হয়। ঠিক যেমনি স্বামীর মঙ্গল কামনা করে তুই ব্রত করবে, না খেয়ে উপোস করবে, স্বামীর বিপদে পাশে থাকবে। আরো অনেক কিছু বোঝানো হয়ে গেল আমায়। আমি তখন এই কথাগুলোতে এত মন দেই নি। যাই হোক আজ বিয়ে আমার। আজ সকাল বেলা দেখলাম কৃষকগুলো মাঠে এসে মাঠ পরিষ্কার করতে শুরু করল। কাল যখন আমি একটা একটা করে গয়না পরছিলাম আর নতুন কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধছিলাম আজ ঠিক তেমনি মাঠ থেকে এক একটা গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে, অধিবাসের সন্ধ্যায় স্নানের মতো আজ মাঠকে জলসেচ করা হচ্ছে আজ লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা হবে। মাঠটা কতটা উর্বর তা যাচাই করার জন্য। যখন মাঠের বুক লাঙ্গল দিয়ে চিরে ফেলা হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল যেন একটা চাপা ব্যথা মুখ ফোটে বলতে পারছে না। কিন্তু সহ্য করে চলেছে হাসিমুখে। যথারীতি নিয়ম অনুসারে আনন্দ উল্লাস-এর সহিত আমার বিবাহ সম্পন্ন হল। সবাই অনেক খুশী। আমাকে আরেক ঘরে দেয়া হয়েছে। আমি একা বসে আছি আর ভাবছি আজ তো আমার সতীত্ব পরীক্ষা নেবার দিন। জীবনের সবচেয়ে বড়ো পরীক্ষা। ঠিক যেমন সকালবেলা মাঠের উর্বরতা যাচাই করা হল লাঙ্গল দিয়ে মাঠের বুক চিরে। বর এসে ঘরে ঢুকল। মনে অনেক চিন্তা হচ্ছিল। এখন আমার পরীক্ষা দেবার সময় এসে গেছে। সতীত্ব প্রমান দিতে গিয়ে বেদনায় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল তবুও হাসিমুখে সতীত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। পরের দিন আমাকে বিদায় দিয়ে দেয়া হল। শেষবারের মতো সেই মাঠের দিকে তাকিয়ে আমি চলে যাই সবকিছু ছেড়ে নতুন জীবনে পদার্পন করতে। এই জীবনে আমি কারো উপর নির্ভর করার অধিকার নেই এখন আমাকে সংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন প্রজন্মের ভার নিতে হবে। ঠিক যেমন মাঠটি ধানক্ষেতে পরিণত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আজ বিয়ের ৭ মাস হয়ে গেল। আজ আমি গর্ভবতী। নতুন প্রাণ পৃথিবীতে

আনতে চলেছি। আজ আমার গর্ভে থাকা শিশুটি পা দিয়ে নড়াচড়া করে আমি বুঝতে পারি। চোখ মুখ কান ফুটে গেছে। ঠিক যেমনি মাঠটি এখন ধানক্ষেতে পরিপূর্ন হয়ে গেছে। ধানগাছ গুলো বাতাসের সাথে নড়াচড়া করে। এদিক থেকে ওদিকে দুলতে থাকে সবুজ ধানগুলো এখন হলুদ ধানে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। মাঠকে দেখতে এখন অনেক খুশি আছে মনে হয় ঠিক যেমনি আমি আমার আগামী প্রজন্মকে নিয়ে খুশি। আমাকে আমার শ্বশুড় বাড়ির লোকজন অনেক আদর করে ও অনেক যত্ন করে কেননা আমি নতুন প্রজন্ম আনতে চলেছি আমি একজন মা হতে চলেছি। ঠিক তেমনি সেই মাঠকেও কৃষক অনেক যন্ত করছে সার ছিটিয়ে দিচ্ছে কারণ মাঠ এবার ধান দিতে চলেছে।

আর দুদিন তারপর আমার ডেলিভারী হবে। অনেক চিন্তাও হচ্ছে কী হবে কী না। তবুও আমাকে আমার বর সাহস যোগাচ্ছে। ধান কাটারও সময় এসে গেছে। মাঠটিও আমার মতো চিন্তিত। কিন্তু কৃষক এসে প্রতিদিন গরু ছাগল তাড়িয়ে ধান গাছকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে যে সঠিক সময়ে ধান কেটে নেওয়া হবে এর আগে কোনো ক্ষতি হবে না ধান গাছের। আজ আমাকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অন্যদিকে কৃষকরা ধান কাটার জন্য কাঁচি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে। অনেক ব্যথা বেদনার পর আমি যেন হঠাৎ শুনতে পেলাম একটি শিশুর কান্না। তার পরই আমার থেকে আমার সন্তানকে বার করা হল নাড়ি কেটে। ঐ যে ব্যথা ঐ যে বেদনা শুধু একজন মা-ই অনুভব করতে পারে। তা আর কেউ অনুভব করতে পারে না। ঠিক যেমনি সেই মাঠ থেকে ধান গাছ গুলো কেটে নেওয়া হচ্ছিল ঠিক যেন মা-এর নাড়ি কেটে সন্তানকে বের করার মতো। সেই মাঠটিও বেদনায় ছটফট করছিল কিন্তু কেউ তা অনুভব করতে পারছিল না। আমি যেমন একটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে সবাইকে খুশি করেছিলাম ঠিক তেমনি ধরণীরূপী সেই মাঠ ধান দিয়ে সবাইকে খুশি করেছিল।

আমি যেমন একটি মেয়ে থেকে একজন মা হয়েছি একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়ে। ঠিক তেমনি আমার সন্তানটিও একই পথে চালিত হবে। সেই মাঠটিও ধরণীরূপে শস্য ফলিয়ে যাবে।

আজ কয়েক বছর পর একই দৃশ্য ধানক্ষেত আর বিয়ে বাড়ি দেখে আমার অস্তিত্ব চোখে ভেসে উঠল। অতীত বর্তমানে এসে পড়ল। হঠাৎ আমার মেয়েটি আমার কাছে এসে বসল। বলল মা আমরা এসে গেছি এখানেই ট্রেন থামবে। কিছুক্ষণ পর ট্রেন থামল। আমরা বাড়িতে গেলাম। বাড়িতে গিয়ে আমি আমার মেয়েকে নিয়ে সেই মাঠে গেলাম। সেখানে আমার শৈশব কেটেছে। কিন্তু সেখানে আর গাছপালা, ফুল নেই শুধু শস্য আর ধান। কিছুক্ষন বসার পর নিজেই একটা অবসাদ ভরা হাসিতে হেসে উঠলাম। এটা ভেবেই হেসে উঠলাম যে আমি একজন নারী আর এই মাঠটি ধরণী - একজন নারী।